দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 16 JUL 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 7 ...

028

'শিক্ষাঙ্গন হইতে সকল অনাচার দূর করিতে হইবে'

প্রেসিডেন্ট এরশাদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা রক্ষা এবং দেশে শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য সকলকে সচেষ্ট হইতে ঐকান্তিক আহ্বান জানাইয়াছেন।

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষাঙ্গন হইতে

(১ম পৃঃ পর)

বাসস জানায়, গতকাল (শুক্রবার) শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির ত্রিবার্ষিক জাতীয় সম্মেলনে ভাষণ দান কালে প্রেসিডেন্ট বলেন, 'দেশ ও জাতির কল্যাণে শিক্ষাঙ্গন হইতে সকল ধরনের অনাচার দূর করিতে চলুন আমরা শপথ গ্রহণ করি।'

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন উপপ্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমদ, শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, সমিতির সভাপতি শেখ আমানুল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আজিজুল হক শাহ।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ বারট্রাও রাসেলের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, 'শিক্ষকরা সভ্যতার বিবেক, জাতির পথপ্রদর্শক ও খাঁটি মানুষ তৈরীর স্থপতি।'

তিনি বলেন, ইসলামও শিক্ষকদের মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং তাহাদের পিতা-মাতার মত সম্মান করার শিক্ষা দিয়াছে।

বিশ্বসভ্যতা ও জ্ঞানের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, আমরা অনেক পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি। শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা বাঞ্ছিত অগ্রগতি অর্জন করিতে পারি নাই। শিক্ষাকে কিভাবে গণমুখী করিয়া তোলা যায় সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার সময় আসিয়াছে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন, ইহাই একমাত্র উপায় যাহার মাধ্যমে পল্লীর জনগণকে সাক্ষর করিয়া তোলা যাইবে। দেশ যখন স্বাধীনতা অর্জন করে তখন শিক্ষিতের হার ছিল ১৮ হইতে ২০ শতাংশ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাবে এখন সেই হার দাঁড়াইয়াছে ৩০ শতাংশে। ইহা একটি স্বাধীন দেশের জন্য কখনই সম্মানজনক নয়। দুই হাজার সালের মধ্যে শিক্ষার হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করার জন্য পর্যায়ক্রমে প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। একই সঙ্গে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অর্থবহ শিক্ষাদানের জন্য প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। এ সমস্ত লক্ষ্য সামনে রাখিয়া সরকার একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যে কমিশন উহার রিপোর্ট পেশ করিয়াছে। সরকার এই রিপোর্ট জনগণের উপর চাপাইয়া দিবেন না। সেমিনার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ সম্পর্কে জনমত যাচাই করা হইবে। এই রিপোর্ট অর্থপূর্ণ প্রতিপন্ন হইলেই কেবল ইহা বাস্তবায়িত করা হইবে।

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতিতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন, ১৯৮০ হইতে ১৯৮৭ সালের মধ্যে ৭ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাড়ে চার বছর এবং ১৯৮১ হইতে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ৪৭২ দিন বন্ধ ছিল। গত বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ২৪২ দিন বন্ধ ছিল। অথচ সরকারকে বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রের জন্য ১৩৬৩২ টাকা ব্যয় করিতে হয়। সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় উহার যথাযথ সদ্ব্যবহার হয় না। অধিকন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সেসন জটের দরুন সরকারকে বছরে ১৩৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়।

তিনি বলেন, গত ছয় বছরে তিনি শিক্ষকদের যথার্থ স্থানে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাদের অবস্থার উন্নতি বিধানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ শিক্ষকদের একটি কল্যাণ তহবিল গঠনের জন্য এক কোটি টাকা দানের কথা ঘোষণা করেন। তিনি শিক্ষকদের সমস্যাবলীর প্রতি নজর দেওয়া হইবে বলিয়া আশ্বাস দেন। প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনেরও চেয়ারম্যান।

উপপ্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমদ শিক্ষকদের তাহাদের দাবী আদায় ও সমিতিতে স্বীকৃতি অর্জনের জন্য প্রেসিডেন্ট এরশাদের নেতৃত্বে ঐক্য বজায় রাখার আহ্বান জানান।

শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ তাঁহার বক্তৃতায় সেবার মনোভাব লইয়া ছাত্রদের শিক্ষাদানের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান।